২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৬

প্রেসবিজ্ঞপ্তি

সাম্প্রতিক সময়ে লঞ্চ দুর্ঘটনায় মৃত্যু ও নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় আইন ও সালিস কেন্দ্র এবং বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) এর গভীর উদ্বেগ প্রকাশ

গত ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে এমএল ঐশী নামের লঞ্চটি বরিশালের বানারীপাড়া উপজেলার দাশেরহাটের মসজিদবাড়ি ঘাটে যাত্রী ওঠানোর সময় অর্ধশত যাত্রী নিয়ে ডুবে যায়। এ লঞ্চ দুর্ঘটনায় বহু যাত্রীর মৃত্যু ও নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় আইন ও সালিস কেন্দ্র এবং বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে।

পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায় যে, বানারীপাড়া লঞ্চঘাট থেকে লঞ্চটি উপজেলার হাবিবপুর যাচ্ছিল। পথে দাসেরহাট মসজিদবাড়ি এলাকায় যাত্রী উঠানোর জন্য নোঙ্গর করার সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত ২৬ জনের লাশ পাওয়া গেছে এবং কিছু যাত্রী এখনও নিখোঁজ রয়েছেন। এছাড়া অবৈধভাবে বড় ট্রলারকে (ইঞ্জিনচালিত নৌকা) বর্ধিত করে যাত্রীবাহী লঞ্চে রূপান্তর করা হয়েছিলো। ফিটনেসবিহীন লঞ্চটি অবৈধভাবে যাত্রী পরিবহন করতো যা ছিল অনুমোদনহীন। দুর্ঘটনার সময় নৌযানটি ধারণ ক্ষমতার দ্বিগুণ যাত্রী পরিবহন করছিল। যে কারণে ভাঙ্গনকবলিত এলাকায় নোঙ্গর করতে গিয়ে তীব্র স্রোতের মুখে পড়ে এটি কাত হয়ে তলিয়ে যায়। এছাড়া নৌযানটির কাঠামো অনেকটা ট্রলারের মতো হওয়ায় ডুবুরিরা ভিতরে প্রবেশ করতে পারেননি।

এ যাবতকালে দেশে যে সকল নৌ দুর্ঘটনা ঘটেছে সেগুলো পর্যালোচনায় দেখা গেছে, নৌযান মালিক, পরিচালনাকারী এবং তদারককারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক 'ইনল্যান্ড শিপিং অর্ডিন্যান্স ১৯৭৬'-এর উল্লেখিত ধারাগুলো লংঘন হয়ে আসছে। যেমন'অভ্যন্তরীণ নৌযানসমূহকে সার্ভে এবং রেজিস্ট্রি সম্পর্কিত ধারা-৩; সার্ভেয়ারের ঘোষণা সম্পর্কিত ধারা-৭(১); রেজিস্ট্রেশন নম্বর প্রকাশ্য স্থানে প্রদর্শন সম্পর্কিত ধারা-১৯; সার্ভে সনদ ব্যতীত নৌযাত্রা নিষিদ্ধ ধারা-৩৩; রুট পারমিট, সময়সূচি, ভাড়ার তালিকা এবং মুদ্রিত টিকেট ছাড়া চলাচল নিষিদ্ধ ধারা-৫৪; ঝড়ের সংকেত থাকা অবস্থায় নৌযাত্রা নিষিদ্ধ ধারা-৫৫; বিষ্ফোরক, অগ্নি ইত্যাদির নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা ধারা-৬৫; সংঘর্ষ, ইত্যাদি এড়ানোর বিধান মেনে চলা ধারা-৫৬(ক); যাত্রীবাহী নৌযানের উপরের ডেকে মালামাল বহন করা যাবে না ধারা-৫৮; বীমা অথবা নৌ-দুর্ঘটনা ট্রাস্ট ফান্ড ব্যতীত নৌযাত্রা নিষিদ্ধ ধারা-৫৮(ক); সনদপত্র ইত্যাদি ব্যতীত নৌযান চালানো ধারা-৬৬(ক)(খ); অসদাচরণ ইত্যাদির দরুন জাহাজ বিপদাপন্ন করা ধারা-৭০(১) ক ও খ' ইত্যাদি ধারাসমূহ প্রায়শই লংঘিত হয়। উল্লেখ্য যে, ব্লাস্ট এর পক্ষ হতে গত ২০০৮ সালে লঞ্চ দুর্ঘটনা বিষয়ে একটি জনস্বার্থ মামলা করা হয়(মামলা নং-৩৪৪/২০০৮) যেখানে আদালত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন।

আমরা আশা করি, কর্তৃপক্ষ নিয়মানুযায়ী নৌযানগুলো পরিচালনা নিমিত্তে ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে তদারকীর জন্য কার্যকর সরকারি আদেশ জারি, নৌ-ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের জন্য নৌ পুলিশ গঠন ও এলাকাভিত্তিক সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব অর্পন করা, অভ্যন্তরীণ নৌযানসমূহকে মেরিন ইন্স্যুরেন্স-এর আওতায় নেয়া এবং যাত্রীবীমা বাধ্যতামূলক করা, বিভিন্ন ক্যাটাগরির নৌযানের (এমবি, এমএল, ওটি, এমভি ইত্যাদি) জন্য স্পষ্ট ও পৃক নীতিমালা প্রণয়ন করা, নৌ-আদালত সংখ্যা বৃদ্ধি করা, প্রতি বছর নৌযানের ফিটনেস, কারিগরি ত্রুটি, নকশা প্রভৃতি পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করার প্রতি নজর দেবেন।

এ দুর্ঘটনার বিষয়ে পরিদর্শকের গাফিলতি বা দুর্নীতির জন্য ইনল্যান্ড শিপিং অর্ডিন্যান্স ১৯৭৬ এর ধারা ৭০ (১)(ক) মোতাবেক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং দুর্ঘটনায় ইনল্যান্ড শিপিং অর্ডিন্যান্স-১৯৭৬ এর আওতায় সংঘটিত সকল অপরাধে দায়ীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার জন্য আসক ও ব্লাস্ট জোর দাবী জানাচ্ছে।

বার্তা প্রেরক:

এডভোকেট আবু ওবায়দুর রহমান

উপ-পরিচালক (এডভোকেসী), আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক

মোবাইল নং: ০১৯১৪১২৯৮৫৬; ই-মেইল: obaid.rahman67@gmail.com, ask@citechco.net

মাহবুবা আক্তার

উপ-পরিচালক (এডভোকেসি এন্ড কমিউনিকেশন), ব্লাস্ট

মোবাইল নং: ০১৭৭৬০৬০১১৩; ই-মেইল: mahbuba@blast.org.bd